আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৫

International Migrants Day and National Expatriates Day 2025

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

My Great Story: Cultures and Development

দক্ষতা নিয়ে যাবো বিদেশ
রেমিট্যান্স দিয়ে গড়বো স্বদেশ

বৃহস্পতিবার, ৩ পৌষ ১৪৩২ / ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫

বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ আয়োজনে: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ■ সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০২ পৌষ ১৪৩২
১৭ ডিসেম্বর ২০২৫

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২৫' এবং 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৫' একসাথে পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সকল প্রবাসী বাংলাদেশি, তাঁদের পরিবার, অভিবাসন-এর সাথে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিসহ সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতি ও অগ্রগতিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভূমিকা অপরিসীম। প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের অন্যতম বড়ো উৎস।

দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায়ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা বড়ো ভূমিকা রাখছেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রবাসী ভাই-বোনদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্দোলনরত ছাত্র-শ্রমিক-জনতাকে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রবাসীদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে প্রবাসীরা যাতে ভোট দিতে পারেন প্রথমবারের মতো সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও সম্ভাব্য অভিবাসীদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, তাঁদের কম খরচে যাতে বিদেশে পাঠানো যায় সেই চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রবাসীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিমানবন্দরে তাদের জন্য বিশেষ লাউঞ্জ চালু করা হয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশ মিশন সমূহে সেবা পেতে প্রবাসীরা যাতে কোনো ধরনের হয়রানির সম্মুখীন না হন সে বিষয়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের এ সম্পর্কে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মানবপাচার রোধ ও দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য বন্ধে আইন সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২৫' ও 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৫' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

উপদেষ্টা
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সুষ্ঠু ও নিরাপদ শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিবাসীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৫' উদযাপন এর বিষয়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ। এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'দক্ষতা নিয়ে যাবো বিদেশ, রেমিট্যান্স দিয়ে গড়বো স্বদেশ'। আমি এ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সকল অংশীজনকে জানাই নিরন্তর শুভকামনা।

একটি নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামসমূহে অভিবাসন সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভিবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান এর মাধ্যমে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরবর্তীতে অভিবাসন উন্নয়ন, শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি এবং অভিবাসীদের জন্য বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তি সহজ করতে বাংলাদেশের প্রতিটি দূতাবাসে ২৪ ঘন্টা হট-লাইন সেবার কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও নারী অভিবাসীদের জন্য শেল্টার হোম এবং দূতাবাস অ্যাপসের মাধ্যমে কনসুলার সেবা চলমান রয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামসমূহে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপদ ও আন্তর্জাতিক মানের অভিবাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখতে প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আজকের এই দিনে বাংলাদেশের এই রেমিট্যান্স যোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি রইলো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে প্রবাসীদের অধিকার রক্ষায় জাতীয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপদ অভিবাসন ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৫' উদযাপনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মোঃ তৌহিদ হোসেন

সিনিয়র সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৫ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং অভিবাসী মানুষের অধিকার, নিরাপত্তা, দক্ষতার উন্নয়ন, সুশৃঙ্খল অভিবাসন ও মর্যাদাপূর্ণ শ্রমবাজার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করবার এক অনন্য সুযোগ। এ দিবস উপলক্ষ্যে আমি সকল প্রবাসী বাংলাদেশি ভাই-বোন, তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল অংশীজনদের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় দেশপ্রেমিক প্রবাসীদের অবদান অপরিসীম। প্রবাসী ভাই-বোনদের শ্রমে ও ঘামে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পরিবার ও দেশের জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমি সকল সম্মানিত রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আজকের বৈশ্বিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ছে, প্রযুক্তি ও দক্ষতার গুরুত্ব আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। তাই এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'দক্ষতা নিয়ে যাবো বিদেশ, রেমিট্যান্স দিয়ে গড়বো স্বদেশ'।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সানুগ্রহ অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে নতুন নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারণসহ দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও নিরাপদ প্রবাস নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রবাসী কর্মীদের নিরাপদ কর্মসংস্থান ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ২৭ টি দেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহে ৩০টি শ্রম কল্যাণ উইং কাজ করছে। বিদেশ ফেরত কর্মীদের মর্যাদাপূর্ণ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'জাতীয় পুনঃএকত্রীকরণ নীতি ২০২৫' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং RAISE প্রকল্পের মাধ্যমে রিইন্টিগ্রেশনের ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশি ডায়াস্পোরাদের দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

আমি বিশ্বাস করি, দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুসংহত হবে। এ দিবসটি যেন প্রবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ, সেবা নিশ্চিতকরণ ও মর্যাদা রক্ষায় নতুন অঙ্গীকার নিয়ে আসে- এই প্রত্যাশা করছি।

আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস, ২০২৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া

বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বৈদেশিক কর্মসংস্থান: আমাদের অর্জন ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান জনশক্তি প্রেরণকারী দেশ। বিশ্বের প্রায় ১৭৬টি দেশে দেড় কোটিরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তৈরিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

- বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী নানামুখী পদক্ষেপের ফলে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র আগের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে জাপানে বাংলাদেশি দক্ষ কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। জাপানে যুব শ্রম ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাপান সেল' গঠনসহ জাপানি ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম এবং জাপানের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ট্রেডে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জাপানে অভিবাসনের জন্য যোগ্য করে তোলা হচ্ছে। সরকার অনুমোদিত বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্ট, বিএমইটি ও বোয়েসেল কর্তৃক বিদেশে কর্মী প্রেরণের কাজে গতিশীলতা আনা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদেশে ১০ লক্ষ ১৫ হাজার ৩১১ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে, এর মধ্যে ৯৪.১৭ শতাংশ পুরুষ কর্মী এবং ৫.৮৩ শতাংশ নারী কর্মী। বোয়েসেলের মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৫,৫৫৮ জনের এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৬,০৬৬ জনের বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী সম্প্রতি রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিলো ২৩.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রেমিট্যান্সের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩০.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস যাবৎ রেমিট্যান্স প্রবাহে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের নভেম্বর পর্যন্ত (৫ মাসে) মোট রেমিট্যান্স এসেছে ১৩.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্স প্রবাহ প্রায় ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড অভিবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মৃত প্রবাসীর উত্তরাধিকারীদের বীমা দাবী বাবদ ১৭৮ কোটি ২৫ লক্ষ, আর্থিক অনুদান বাবদ ১২০ কোটি ৩৬ লক্ষ, লাশ পরিবহন বাবদ ১৫ কোটি ৮২ লক্ষ, প্রবাসীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি বাবদ ১২ কোটি ২১ লক্ষ, বিদেশে দূতাবাস সমূহের মাধ্যমে কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫২ কোটি ৮১ লক্ষ, আহতদের চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ৯ কোটি ১৭ লক্ষ এবং প্রবাসীদের বিদেশ যাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণের সুবিধার্থে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে ৭০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রবাসীদের বহির্গমন এবং আগমন নিরাপদ ও আনন্দময় করার লক্ষ্যে বিমান বন্দরে ২৮৪ জন কর্মকর্তা কর্মচারী দ্বারা বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক অভিবাসনে ইচ্ছুকদের বিনা জামানতে অভিবাসন ঋণ প্রদান করে। তাছাড়া, নারী অভিবাসন ঋণ, প্রবাস ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসন ঋণ, অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ, আত্মকর্মসংস্থান ঋণ, বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ, নারী পুনর্বাসন ঋণ এবং প্রবাসী কল্যাণ সাধারণ ঋণ প্রদান করে থাকে। সম্প্রতি এ ব্যাংক বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জনের জন্য ঋণ প্রদান কার্যক্রম চালু করেছে।
- বিএমইটি ১০৪ টি টিটিসি এবং ০৬টি আইএমটি এর মাধ্যমে গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী আরবি, ইংরেজি, জাপানি, চাইনিজ ও কোরিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণ এবং ৫৫ টি ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পিডিওসহ বিভিন্ন পেশায় ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার ১৯৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ কর্মক্ষম, যারা বিদেশে গিয়ে বৈধভাবে কাজ করতে আগ্রহী। কঠোর পরিশ্রমী হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের কর্মীদের সুনাম ও ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। জাপানে মোট জনসংখ্যা হ্রাসের ফলে সে দেশে বিদেশী কর্মীদের চাহিদা বৃদ্ধি পাবার প্রেক্ষাপটে তাদের চাহিদার আলোকে দক্ষ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ প্রোগ্রামের আওতায় ইইউ সদস্য দেশসমূহে দক্ষ কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে ইতালি, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নতুন করে কর্মসংস্থান চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে সেসব দেশে বাংলাদেশি কর্মীদের কর্মসংস্থানের পথ সুগম হয়েছে। তাছাড়া, ইউরোপে কেয়ারগিভার ও কৃষিখাতে, জর্ডানে নারী কর্মীসহ দক্ষিণ কোরিয়া, ফিজি ও ব্রুনাইয়ে মৌসুমি কর্মী প্রেরণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান

- মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য প্রথমবারের মতো মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা চালু হয়েছে;
- নির্ধারিত তারিখের মধ্যে (৩১ মে, ২০২৪) মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা কর্মীদের পুনরায় ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ হতে সরকারিভাবে সে দেশে গমনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- শ্রমবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতালি, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সাথে ০৭ টি সমঝোতা স্মারক/চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া, সম্প্রতি জাপানের কর্মী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশের সেন্ডিং অর্গানেইজেশনসমূহের ৪০টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- 'জাপান সেল' গঠন করে ৯৬টি সেন্ডিং অর্গানাইজেশন, ২০০টির বেশি বেসরকারি জাপানি ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩৩টি টিটিসি এবং সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রকে একক কাঠামোয় আনা হয়েছে। এর ফলে মাত্র ছয় মাসে জাপানে ৬,০০০-এর বেশি কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৫০ শতাংশের বেশি।

আইন ও বিধি সংশোধন

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিন্যাস) বিধিমালা, ২০২০ সংশোধনের মাধ্যমে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর গ্রেডিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সরলীকরণ করা হয়েছে।
- সাব-এজেন্টদের আইনি কাঠামোর আওতায় এনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও সাব-এজেন্ট নিবন্ধন ও আচরণ) বিধিমালা, ২০২৫ (সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নিয়োগানুমতির প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজ করার লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ সংশোধন করা হয়েছে।
- অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম প্রতিরোধে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩ সংশোধনপূর্বক মোবাইল কোর্টের আওতা বাড়ানো হয়েছে।
- জাতীয় পুনঃএকত্রীকরণ নীতি-২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মহীন, বেকার ও অসহায় কর্মীদের বাছাই করে সুনির্দিষ্ট কর্মের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ পরিচালনা নীতিমালা (সংশোধিত)-২০২৩ প্রণয়নের মাধ্যমে গৃহকর্মীদের প্রশিক্ষণ সিলেবাস সংক্ষিপ্ত ও যুগোপযোগী করে ০২ মাসের পরিবর্তে ০১ মাস এবং প্রত্যাগত গৃহকর্মীদের প্রশিক্ষণ ১৫ দিনের পরিবর্তে ০৩ দিন করা হয়েছে।

প্রবাসীদের কল্যাণঃ

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে 'প্রবাসী লাউঞ্জ ও ওয়েটিং লাউঞ্জ' স্থাপন করা হয়েছে। প্রবাসী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের জন্য ফ্রি সহায়তাকারী, ফ্রি WiFi, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও ফ্রি টেলিফোন সুবিধাসহ ৩০% ডিসকাউন্টে প্রবাসী লাউঞ্জে স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড-এ বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা তুলে দেওয়া হয়েছে।
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সাথে সিটি ব্যাংক-এর চুক্তির ফলে প্রবাসী কর্মীরা বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের মাধ্যমে গ্রাহকের ঋণ সমন্বয়ের পাশাপাশি এই ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারছেন।
- বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সফটওয়্যার চালুর মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজড হয়েছে; এতে রেমিট্যান্স লেনদেন ও ঋণ প্রদান আরও দ্রুত, নিরাপদ ও স্বচ্ছ হয়েছে।
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৫০০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ২,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে এবং সুদ হার ১% কমিয়ে ৮% সরল সুদে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক জাপানে ল্যাঙ্গুয়েজ স্টুডেন্ট ভিসায় গমনেচ্ছুদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করছে।
- বিধিমালা সংশোধন করে ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। ফলে জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা, কল্যাণকেন্দ্র সম্প্রসারণ ও বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য আইনি সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
- জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে আন্দোলনের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত দুই শতাধিক প্রবাসী কর্মীকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এসকল রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- লেবাননের যুদ্ধাবস্থায় বিপদগ্রস্ত বাংলাদেশি কর্মীদের সরকারি অর্থায়নে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।
- সৌদি আরব, জর্ডান ও ওমানে অনিয়মিত নারী শ্রমিকদের নিয়মিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- জর্ডানে নারীকর্মী ও ওমানে লক্ষাধিক অবৈধ কর্মীকে বৈধ করার প্রক্রিয়া চলছে।
- কাতার, ওমান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কুয়েতে ল-ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যান্য দেশেও ল'ফার্ম নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- সৌদি আরবে অবস্থানরত প্রবাসী কর্মীর সমস্যা সমাধানকল্পে একটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।
- ২০২৫ সালের ১ এপ্রিল 'ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্ম' চালুর মাধ্যমে বিএমইটি-এর সব সেবা এখন সম্পূর্ণ ডিজিটাল হয়েছে। এর ফলে সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে।
- স্মার্টকার্ড ও বারকোডভিত্তিক অনলাইন ইমিগ্রেশন ছাড়পত্র চালুর ফলে কয়েক ঘণ্টায় ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যাচ্ছে।

দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত

- ILO ও NSDA-এর সহায়তায় Recognitation of Prior Learning কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতাকে আনুষ্ঠানিক সনদায়নের আওতায় আনা হয়েছে।
- ৬৪টি টিটিসিতে 'ড্রাইভিং উইথ অটো-মেকানিক্স' শীর্ষক নতুন কোর্স চালু হয়েছে, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক।
- ১৩টি TTC-তে জাপানি (N4 ও N5) এবং জার্মান ভাষায় ছয় মাস মেয়াদি হাইব্রিড প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার ক্ষেত্র ব্যাপক হলেও চ্যালেঞ্জও কম নয়। উন্নত ব্যবস্থাপনা, দক্ষ শ্রমিক তৈরি, স্বচ্ছ রিক্রুটমেন্ট ব্যবস্থা ও কর্মী সুরক্ষা নিশ্চিত করা গেলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের উন্নয়নে অধিকতর বিস্তৃত ভূমিকা রাখতে পারবে।

উপদেষ্টা
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৫ এর এ আনন্দঘন মুহূর্তে প্রিয় প্রবাসী ভাই-বোন, অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জানাই আন্তরিক অভিবাদন।

প্রবাসী ভাইবোনদের প্রেরিত রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণসঞ্চালক। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও প্রবাসীগণ নিজ পরিবার এবং আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের সেতুবন্ধন সুদৃঢ় করতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। প্রবাসী ভাই-বোনদের দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ, পরিশ্রম ও অবদানের প্রতি রইলো গভীর শ্রদ্ধা।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস এঁর বিচক্ষণ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে কতিপয় আইন ও বিধি সংশোধন করাসহ প্রবাসীদের কল্যাণে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়ায় মধ্যপ্রাচ্য থেকে দণ্ডপ্রাপ্ত ২১২ জন বাংলাদেশিকে মুক্ত করে দেশে ফেরত আনা হয়েছে এবং তাদেরকে 'রেমিট্যান্স যোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতে কারাবন্দি অবশিষ্ট ২৪ জন প্রবাসীও সাধারণ ক্ষমার আওতায় এসেছেন।

অভিবাসন প্রক্রিয়াকে ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। বিদেশে কর্মী গমন প্রক্রিয়া দ্রুত, স্বচ্ছ ও সহজ করার লক্ষ্যে সমন্বিত অনলাইন Overseas Employment Platform (OEP) চালু করা হয়েছে। শ্রমবাজার সম্প্রসারণে বর্তমান সরকারের সময়ে ইতালি, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও সৌদি আরবের সাথে ০৭টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জাপানে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণে সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাপান সেল' খোলাসহ বিভিন্ন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে রেমিট্যান্স প্রবাহে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিদেশ যাত্রার আগে, পরে এবং বিদেশে কর্মকালীন প্রতিটি ধাপে প্রবাসী ভাইবোনেরা যেন সঠিক সেবা, নিরাপত্তা ও সহায়তা পান তা সুনিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

আসুন, সম্মিলিত প্রয়াসের দ্বারা প্রবাসী ভাই-বোনদের সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি উন্নত, বৈষম্যমুক্ত মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৫ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

Asif Nazrul
ড. আসিফ নজরুল

উপদেষ্টা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অভিবাসীদের অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং তাদের সার্বিক অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছরের ন্যায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস- ২০২৫' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য এ দিবসটির তাৎপর্য অপরিসীম। এ দিবসে সকল অভিবাসী ও তাঁদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার প্রবাসীদের দ্রুত ও যুগোপযোগী সেবা প্রদানের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট ব্যবস্থার প্রচলন অভিবাসন প্রক্রিয়াকে অনেক বেশি বেগবান করেছে। মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান দমনের জন্য কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে 'মানবপাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন অধ্যাদেশ ২০২৫' প্রণীত হয়েছে। অনিরাপদ অভিবাসন ও মানব পাচার রোধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাসহ নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখতে এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসী কর্মীদের অবদানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস- ২০২৫' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

IOM UN MIGRATION

Chief of Mission
IOM Bangladesh

Message

On the occasion of International Migrants Day 2025, the International Organization for Migration (IOM) proudly joins the global community in celebrating the theme "My Great Story: Cultures and Development." This theme compels us to look beyond statistics and see the human faces behind migration—the individual journeys that weave together cultures, spark innovation, and drive progress across borders. As we commemorate this significant day, we extend our sincere appreciation to the Government of Bangladesh for its leadership in producing this valuable publication, bringing together important perspectives on migration that will inform policy and practice.

Every migrant carries a story worth telling. These stories speak of courage and determination, of families building better futures, and of communities transformed by new connections. Migration shapes our world through this exchange of ideas, traditions, and skills—creating bridges between nations and enriching societies in ways both visible and profound.

Bangladesh's migration story is particularly compelling. Over 13 million Bangladeshi workers have sought opportunities abroad since 1976, and their contributions continue to grow. The record $30 billion in remittances received in fiscal year 2024-25 represents more than economic flows—it reflects investments in children's education, improved healthcare for families, new businesses in local communities, and the strengthening of Bangladesh's economy. These workers serve as cultural ambassadors while maintaining deep ties to their homeland, embodying the spirit of this year's International Migrants Day theme.

Yet we recognize that not all migration stories unfold as they should. Exploitation, unsafe working conditions, and inadequate protections remain persistent challenges. IOM's work centers on changing this reality by building systems that protect migrants' rights and dignity from recruitment through return. Through partnerships with the Government of Bangladesh, we focus on creating migration pathways that are safe by design, not by chance.

This year marks important progress in Bangladesh's migration governance journey. The recent launch of the Manual on Migration and the Bangladesh Migration Snapshot Report provides policymakers with evidence-based tools for decision-making. These initiatives demonstrate how data and research translate into better protection and services for migrants. Additionally, Bangladesh's continued leadership as a GCM Champion Country shows its commitment to implementing international standards while addressing national priorities.

As we commemorate International Migrants Day 2025, we celebrate not just the contributions of migrants but also the societies that embrace diversity and recognize migration's potential. The articles in this publication examine critical dimensions of migration in Bangladesh, offering analysis and recommendations that can guide future action.

Looking forward, IOM remains committed to working alongside the Government of Bangladesh and all partners to build a migration ecosystem where every person's story can be a fulfilling story—characterized by opportunity, safety, and respect. Together, we can ensure that migration continues to be a powerful driver of development, cultural exchange, and human progress.

Lance Bonneau